কালের কণ্ঠ

তারিখ 08 FEB 2014
পৃষ্ঠা

শিক্ষকের পিটুনি, এসএসসি দিতে পারছে না নুরুল

'স্যার জীবনডারে নষ্ট করছে'

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ▶

বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মারধরের শিকার হয়ে ডান হাত ভেঙে যাওয়ায় আগামীকাল শুরু হতে যাওয়া এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না মো. নুরুল ইসলাম। সে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার মনিয়ন্দ ইউনিয়নের মাঝিগাছা গ্রামের মো. রফিকুল ইসলামের ছেলে। মোগড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে সে এবার এসএসসি পরীক্ষার্থী। নুরুল ইসলাম বলে, 'স্যার আমার জীবনডারে নষ্ট করছে। আমি এক বছর পিছাইয়া গেলাম গা।'

নুরুল ইসলাম জানায়, সে ওই শিক্ষকের মোগড়া বাজারের বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করত। গত জুলাইয়ে ওই শিক্ষক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা বলে তার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার নেয়। এরই মধ্যে টেস্ট (নির্বাচনী) পরীক্ষার পর থেকে শিক্ষকের বাড়ি ছেড়ে নিজ বাড়িতে চলে আসে সে। তবে ওই শিক্ষকের বাড়িতে এসে সে নিয়মিত প্রাইভেট পড়ত। নুরুল ইসলাম জানায়, ওই পাঁচ হাজার টাকা না দিয়ে উল্টো গত ২৭ জানুয়ারি ওই শিক্ষক আরো এক হাজার টাকা চায়। সে বাড়িতে গিয়ে ওই টাকা এনে দিতে ব্যর্থ হলে কয়েকজন ছাত্রের সামনেই তাকে লাঠি দিয়ে বেদম পেটানো হয়।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থী মো. রিয়াল বলে, 'ফারুক স্যারের কথামতো আমি গাছের ডালা নিয়ে আসি। স্যার আমাকে নুরুল ইসলামের চাচাকে ডেকে আনতে পাঠায়। ফিরে এলে স্যারই আমাকে জানায়, তিনি নুরুল ইসলামকে মেরেছেন। কিন্তু তখনো নুরুল ইসলামকে সুস্থ দেখেছি। আর এখন শুনছি তার হাত ভেঙে গেছে।'

নুরুল ইসলামের চাচা মো. খালেদ মাসুদ বলেন, 'মারধরে ডান হাত ভেঙে যাওয়ায় এ বছর আর আমার ভাতিজার পরীক্ষা দেওয়া হচ্ছে না। আমরা বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির কাছে বিচার দিয়েও কোনো ফল পাইনি। তাই বৃহস্পতিবার বিকেলে এ বিষয়ে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়ে এসেছি। এখন ওই শিক্ষক নানা ধরনের মিথ্যা রটনা রটাচ্ছেন। আমার ভাতিজা যদি কোনো অন্যায় কাজ করত, তা হলে আমাদের কাছে তো বিচার দিতে পারত। আমরা দোষী শিক্ষকের বিচার চাই।'

নুরুল ইসলামের বড় বোন সালমা আক্তার বলেন, 'আমার ভাইকে তিন দিন আখাউড়া হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এখন সে কসবার গোপীনাথপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাতে প্লাস্টার করতে হতে পারে বলে চিকিৎসক জানিয়েছেন।' তিনি আরো বলেন, 'ঘটনা জানার পর আমরা ফারুক স্যারের বাড়িতে যাই। তিনি আমাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন। আমরা বিষয়টি সামাজিকভাবে নিষ্পত্তির চেষ্টা করলেও স্যার তাতে সায় দেননি।'

মোগড়া উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মো. নওয়াব মিয়া কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এ ঘটনা জানার পর আমি অবাক হয়েছি। একজন শিক্ষক এভাবে ছাত্রকে পেটাতে পারে না। ঘটনার পর থেকে শিক্ষক ফারুককে আমি সামনাসামনি পাচ্ছি না। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই।'

তবে অভিযুক্ত শিক্ষক শাহ মো. ফারুক শুক্রবার সকালে প্রাইভেট পড়ানো অবস্থায় নিজ বাড়িতে বসে বলেন, 'নুরুল ইসলামকে আমি নিজ হাতে গড়েছি। সে আমার এখানে প্রাইভেট পড়ে এমন একটি মেয়েকে কবিতার মতো করে চিঠি দেয়। বিষয়টি আমি কোনোভাবেই মেনে নিতে না পেরে পাতাবাহার গাছের বেত দিয়ে তাকে মারি। এতে সে ব্যথা পেলেও হাত ভাঙার মতো ঘটনা ঘটেনি। অবশ্য তার ডান হাত অনেক আগে থেকেই ভাঙা আছে বলে আমি জানি। বিদ্যালয়ের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমার প্রতিপক্ষ একটি গ্রুপ বিষয়টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।'

আখাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক সুমন ভূঁইয়া বলেন, 'ওই দিন রাতে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে এলে তাকে প্রথমে ব্যথানাশক ওষুধ দিই। তার হাত ও পায়ে জখম বোঝা যাচ্ছিল।' তবে নুরুল ইসলামের হাত ভাঙার বিষয়টি তিনি নিশ্চিত করতে পারেননি।

আখাউড়া থানার ওসি অং সা থোয়াই বলেন, 'এ ধরনের কোনো অভিযোগ আমি পাইনি।'